শেষের অশ্রু

লেখক

দাঊদ ইবনু সুলাইমান উবাইদি

অনুবাদক

আব্দুল্লাহ মজুমদার

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা / ৭

এক নজরে / ৯

সাতটি তালা / ১২

বিস্ময়কর চাবি / ১৬

অন্তরের আহ্বান / ২০

চিঠি / ২৭

পথে / ৩৪

পথিকদের পথ / ৩৯

মেয়ের গৃহে / ৪৫

আমি সিয়ামরত / ৫২

মেয়ের রহস্য / ৬১

পরাজিত হৃদয় / ৭০

যুহদ ও হাস্‌সান / ৭৫

নব আগন্তুক / ৮১

শাইখের উপদেশ / ৮৯

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্যে। যাকে তিনি পথ দেখান, তাকে কেউই পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট অবস্থায় ছেড়ে দেন, তাকে কেউই পথ দেখাতে পারে না। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর।

আল্লাহর অশেষ করুণা ও মেহেরবানিতে প্রকাশিত হলো *শেষের অশ্রু* বইটি। এটি মূলত দাঊদ ইবনু সুলাইমান উবাইদি-র *حديث الشيخ* বইয়ের মূল আরবি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। বইটিতে রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য বার্তা। যে বার্তা তাদের পথ চলাকে সুগম করবে, এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে এবং জীবনের বড়সড় বাঁকে কীভাবে মোড় নিতে হয়, সে দীক্ষা দেবে।

দুটি কারণে বইটি অনুবাদ করার জন্যে আমি আগ্রহী হয়েছিলাম—

প্রথমত, ফিতনার যুগে বসবাস করছি আমরা। চারিদিক থেকে ফিতনার অবিরত আক্রমণ পর্যদুস্ত করে দিচ্ছে আমাদের। যে পরিবেশে আমরা বসবাস করি, সেখানে ফ্রি-মিক্সিং স্বাভাবিক ব্যাপারে রূপ নিয়েছে। ফলে নিজের অজান্তেই অনেক সময় ফিতনায় পড়ে যেতে হয়। দ্বীনি ব্যাপারে গাফলতি ঘিরে ধরলে ছেলে-মেয়ের অবাধ মেলামেশা স্বাভাবিক মনে হয়। ছেলে-মেয়ের এই পারস্পরিক পরিচিতি এক সময় রূপ নেয় প্রেমে। প্রেম-ভালোবাসার এ জালে ধরা পড়লে দ্বীন-দুনিয়া সবই হারাতে

হয় একজন মানুষকে। সে বিষয়টির প্রতি সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করতে পারে বইটি।

দ্বিতীয়ত, জীবন চলার পথে বারংবার পাপ-কাজে জড়িয়ে হোঁচট খাই আমরা। কখনও হতাশায় থমকে দাঁড়াই, কখনও-বা আশা বুকে বেঁধে আল্লাহর পথে ফিরে আসার চেষ্টা করি। আমাদের উত্থান-পতনের ধারা চলতে থাকে। কখনও যদি আমরা গভীরতর গহ্বরে পতিত হয়ে যাই, তা হলে আমরা পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়ি। মনে হয়, আর বুঝি ফিরে আসার উপায় নেই। কিন্তু জীবনের আঙিনায় পতন-ই শেষ না। জাহেলিয়াতের অন্ধকারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকলেও ফিরে আসার একটা পথ আছে, তা হলো তাওবাহ করা। এ রকমই একটি ঘটনা আছে বইটিতে। কীভাবে পথ হারিয়ে ফেললেও ফিরে আসতে হয়, সুপথ বেছে নিতে হয় তার প্রেরণা জোগাবে এ বই।

শেষের অশ্রু পড়ার সময় সবাই আরেকটি দিক মন দিয়ে চিন্তা করবেন বলে আশা রাখি। সেটা হচ্ছে যতই দ্বীনদার বলে নিজেদের দাবি করি না কেন, আমরা কেউই ফিতনার ঊর্ধ্বে নই। একটু অসতর্কতা, চোরা-দৃষ্টি, সামান্য কথা কিংবা ভুল জায়গায় ভুল সময়ে থাকার ফলে নিজেদের এমন অবস্থায় আবিষ্কার করা খুবই সম্ভব, যেটা হয়তো শুরুতে আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারতাম না। তাই উচিত যথাসম্ভব এ ধরনের ফিতনা থেকে গা-বাঁচিয়ে চলা। উচিত সব সময় আল্লাহর কাছে এসব ফিতনা থেকে আশ্রয় চাওয়া। তিনিই তো আমাদের আশ্রয়স্থল।

পরিশেষে পাঠকবৃন্দের কাছে দুআ চাইব, যাতে আল্লাহ আমাকে ও তাদের এরূপ পাপাচারে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন, আমাদের সঠিক পথে আমৃত্যু অবিচল থাকার তৌফিক দান করেন। ধন্যবাদ জানাব প্রিয় শিহাব আহমদ তুহিন ভাইকে, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বইটিকে মানসম্মত করার পেছনে ভূমিকা রেখেছেন। আরও ধন্যবাদ জানাব সমর্পণ প্রকাশনকে, এ বইটি ছাপানোর ব্যাপারে আগ্রহী হওয়াতে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন।

বিনীত,

আব্দুল্লাহ মজুমদার

বিজয়-৭১ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক নজরে

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম

বাগদাদের অধিবাসী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু হাসান মাউসিলি। আমরা গল্পটা শুনব তার মুখ থেকেই :

আমার বন্ধু ইবনু সাদিক ইবনু আবদ্ রাব্বাহ বাগদাদি। সে নিজ প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হওয়া এক যুবক। আখিরাতকে ভুলে গিয়ে সে মেতে আছে দুনিয়ার মোহে। লাভের ব্যবসা ছেড়ে যোগ দিয়েছে ক্ষতির ব্যবসায়। আর সরল-সঠিক পথ ছেড়ে বেছে নিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত গাফেলদের পথ।

আগে কিন্তু ইয়াসারের এ অবস্থা ছিল না। সত্যি বলতে কী, ওর কোনো বন্ধুই ভাবেনি, কখনও সে এমন হয়ে যাবে। কারণ, সে বড় হয়েছে আল্লাহর আনুগত্যে। আল্লাহকে ভয় করার কারণে সবাই ওর কথা জানত। তাকে এক নামে চিনত। এমনকি তার বন্ধুদের কাছে সে পরিচিত ছিল 'আল্লাহওয়ালা' বলে । কেউ কেউ তাকে বলত 'মাসজিদের কবুতর'। কেন?

সেটার উত্তর শাইখ আবুল ইরফান আমাদেরকে জানিয়েছেন।

সুবহানাল্লাহ! কত দ্রুত মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হয়। মুমিনের অন্তর কত দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে! আহা! এই ছেলের তাকওয়ার কারণে আমি ওকে ঈর্ষা করতাম। সে কৈশোর থেকেই ভালো কাজ করার তৌফিক লাভ করেছিল। ছোটোবেলা থেকেই সালাফদের বইপত্র পড়েছে। জ্ঞানে ও ধার্মিকতায় ছাড়িয়ে গিয়েছিল সবাইকে। হাসান

বসরি, মালেক ইবনু দীনার, ত্বাঊস, হাবীব আজমি রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ সকলের বই-ই তার পড়া ছিল। একদিন ইয়াসার আবুল হামেদ গাযালির 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' পড়ে বলেছিল, 'যে ব্যক্তি এই বই পড়েনি সে তো (জীবিত থাকলেও তার অন্তর) মৃত!'

তার বন্ধু আবুল হাসান বলেছে, 'আবদুর রহমান আল-ক্বাস্‌ পূর্ববর্তী যুগের মানুষের মাঝে যেমন এগিয়ে ছিলেন, তেমনিভাবে ইয়াসারও পরবর্তী যুগের মানুষদের মধ্যে এগিয়ে থাকবে।'

সে কথা বলত খুবই কম। বেশিরভাগ সময়ই চুপ থাকত। আর বললেও ফিসফিস করে কথা বলত। তবে তার প্রতিটি কথাই ছিল অন্তরভেদী, মর্মস্পর্শী। মুখ দিয়ে যেন মধু ঝরে পড়ত। যে-ই সে কথা শুনত, তার মনই সে কেড়ে নিত। তাদের বিবেক-বুদ্ধির ওপর বিজয়ী হতো। তার বক্তব্য শুনলে শ্রোতা বুঝতেই পারত না—তাকে কীসে জাদু করেছে! বক্তা, নাকি তার বক্তব্য?

ইয়াসার তার বক্তব্য দিয়ে জাদু করেছিল এক পারসি মেয়েকেও। তার বাড়ি ছিল বাজারে রুটির দোকানের পেছনে। বিখ্যাত লেখক আবুল হাসান আল-ওয়ার্‌রাককে কে না চিনে? তিনি থাকতেন সে বাড়ির কাছেই। ইয়াসার মেয়েটাকে বশ করেছিল তার কথার জাদু দিয়ে। অন্যদিকে সেই মেয়েও তাকে বশ করে ফেলেছিল মায়াকাড়া রূপ আর জাদুকরী কণ্ঠস্বর দিয়ে। একসময় মেয়ের বাড়িতে বাড়তে থাকে ইয়াসারের আনাগোনা। সে ওই মেয়ের মন জয় করে নেয়। এমনকি এক পর্যায়ে তারা একে অপরকে ভালোবেসে ফেলে। অবশেষে তাদের অবস্থা এমন হলো যে, তারা একে অপরকে ছাড়া একদিনও থাকতে পারত না।

ইয়াসার নিজ প্রবৃত্তিকে সব সময় দমন করে রাখত। কখনও হারাম কাজ করত না; এমনকি যুবকরা যখন বিভিন্ন মজলিসে গান-বাজনা শুনতে শুনতে মদ পান করত, তখন সে তাদের কাছে গেলেও মদ পান করত না।

আমার ভাবতে অবাক লাগে! কীভাবে এই পারসি মেয়ে তাকে জাদু করল? তার মন কেড়ে নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে ভোঁতা করে দিলো?

কিন্তু ইয়াসারকে কি খুব একটা দোষ দেওয়া যায়? মনে হয় না। কারণ হিসেবে আবুল ইরফানের ঘটনা উল্লেখ করা যাক। যে ব্যক্তিই ওই মেয়েকে দেখে আসক্ত হয়ে পড়ত, তাকেই তিনি তিরস্কার করতেন। কিন্তু ওই মেয়ে কয়েকদিন তার দোকানে আসা-যাওয়া করতেই তিনি নিজে তার নামে কবিতা লিখে ফেললেন। কবিতার

নাম—‘ভালোবেসে ফেলেছি’। তিনি এত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, তারপরেও ওই মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। শুধু তাই না, তার নামে কবিতাও লিখে ফেলেছিলেন।

আমরা তাই আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই। তিনি ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি নেই। আর আল্লাহর কাছে নারীদের ফিতনা থেকে পানাহ চাই। আসলেই নারীদের ফিতনা খুবই ভয়ানক। যাই হোক, আবার ফিরে যাই মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকমাউসিলি-র কাছে। তিনি বলেছেন,

পরবর্তীকালে আমি দ্বীনদার ও বিবেকবান ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি ইয়সারের বিস্তারিত ঘটনা। ঘটনা কীভাবে শুরু হয়েছিল, আমাদের সাথি ইয়াসার কীভাবে হেঁটেছিল ভুল পথে—এভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবই জেনেছি। এটা আসলেই সত্য ঘটনা। যদি মানুষ এই ঘটনা জানে, তবে এটা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে।

শুরুতে আমি ঘটনার বর্ণনাকারী শাইখদের নাম উল্লেখ করব।

প্রথমত, শাইখ আবুল হাসান আল-ওয়ার্‌রাক; যিনি বেশ কয়েকটি বই রচনার কারণে বিখ্যাত। আলাদা করে তাকে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

দ্বিতীয়ত, শাইখ আবুল ইরফান ইবনু আলি; তিনি কবিতা, ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার জন্য বিখ্যাত। দেখতে মধ্যম গড়নের আর বেশ স্বাস্থ্যবান। তার কথায় সব সময় নতুনত্ব ও রসিকতার ছোঁয়া থাকে। এ কারণে শ্রোতাদের কাছে তিনি খুবই জনপ্রিয়।

তৃতীয়ত, শাইখ জাওয়াদ ইবনু জাফর ইবনু হাসান। যাকে বলা যায় বাগদাদের চিত্রশিল্পীদের সর্দার। আমি অনেকের কাছেই শুনেছি, তিনি নাকি আল-মাদরাসাতুল মুস্তানসিরিয়্যাহ-এর নদী তীরের ছবি দেখেই এঁকে ফেলেছিলেন। যদিও তিনি ছবিটা শেষ করতে পারেননি, তবুও তা অসাধারণ হয়েছিল।

এদের থেকেই আমি এ ঘটনাগুলো বর্ণনা করছি। সংক্ষিপ্ত করার জন্য সবার নাম উল্লেখ করলাম না। আল্লাহর কাছে তাওফীক চাই, তিনি সকল মর্যাদা ও ফযলের অধিকারী। দিনে ও রাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্যই।

সাতটি তালা

বাগদাদের অধিবাসী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক মাউসিলি বলেন,

আবুল হাসান আল-ওয়ার্‌রাক আমাদের সাথি ইয়াসারকে আলাদা চোখে দেখতেন। তাকে তাকওয়া ও দ্বীনদারি-র উৎকৃষ্ট উদাহরণ মনে করতেন। এমনকি তিনি মনে করতেন, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ যে সাত শ্রেণীর লোককে তাঁর আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন, তাদের মধ্যে ইয়াসারও থাকবে।

কিন্তু যখন এ ঘটনা ঘটল এবং ধাপে ধাপে ইয়াসারের অধঃপতন হলো তখন আবুল হাসান অনেক দুঃখ পেলেন। তিনি এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতে আঘাত করতে করতে বললেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ... এ তো বড় ধরনের বিপদ! আমি তো ভেবেছিলাম ইবলিস কখনোই তার কাছে পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু এই মেয়ে!!'

ওই পারসি মেয়ে ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। পাশাপাশি বিভিন্ন শাস্ত্রে তার ছিল সুগভীর পাণ্ডিত্য। আরবি ভাষাকে অনারব স্বরে উচ্চারণ করার ফলে তার কথাগুলোর মধ্যে ছিল অন্যরকম একটা সৌন্দর্য। এটা দিয়ে সে সহজেই কেড়ে নিতে পারত মানুষের মন।

আবুল হাসান আল-ওয়ার্‌রাক শপথ করে বলেন, তিনি কখনও ওই মেয়েকে নিজ চোখে দেখেননি। এমনকি তার দিকে চোখ তুলেও তাকাননি; যদিও তার বাড়ি আবুল হাসানের বাড়ির কাছেই। কারণ হিসেবে তিনি বলেন,

একবার তাকানোই অন্তরে হাজার বার আফসোসের কারণ হয়ে যায়।

তিনি ওই আয়াতটা মেনে চলেন :

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

"আপনি মুমিনদের বলে দিন, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে।" (সূরা নূর : ৩০)

ঘটনার শুরুটা জানিয়েছেন শাইখ আবূ মুহাম্মাদ আল-মুয়াইয়িদ বিল্লাহ।

গল্পের শুরু ওই মেয়ের বাড়িতে। প্রতি মঙ্গলবার বিকেলে সেখানে বসত গান-বাজনা ও খেলাধুলার আসর। সে এলাকার যুবকরা সব সময় আসত ওই আসরে। তাদের মধ্যে ছিল আবূ মাহমূদ হাকীম ইবনু মাহমূদ, হাস্‌সান ইবনু মুয়াইকীব, হাবীব ইবনু মাসঊদ আল-জাস্‌সাস-সহ আরও অনেকেই, যাদের নাম শাইখ উল্লেখ করেননি।

সেদিন সাঈদ ইবনু মনসূর যথাসময়ে এল না। শাইখ আবুল ইরফানের বাড়ির বিপরীতেই তার বাড়ি। সে দেরি করে পৌঁছলে সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় ছিলে?

তার চেহারাটা বেশ ফ্যাকাশে। সে জামাকাপড় ঠিক করতে করতে বলল, ইয়াসারের সাথে দেখা হয়েছিল...।

এ কথা শুনে সবাই একটু নড়েচড়ে বসল। চুপ হয়ে গেল উপস্থিত সকলে। কেবল ওই মেয়েই তার সুন্দর দুটি চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়াসারটা কে?'

ইয়াসারের পুরাতন বন্ধু হাবীব ইবনু মাসঊদ বলল, 'ওর সম্পর্কে আমি সবচেয়ে ভালো জানি।'

এরপর সে তার সম্পর্কে বিস্তারিত বলে যেতে লাগল। তার জ্ঞান-দুনিয়াবিমুখতা-বিনয়-সচ্চরিত্র-কথাবার্তা-সহ সবকিছুই বলে গেল।

দম নেওয়ার জন্য একটু থেমে আবার বলা শুরু করল, তার দিকে একবার তাকালেই দুনিয়াবিমুখদের জীবনী পড়া হয়ে যায়। তাদের জীবনীর বইগুলোতে যা-কিছু লেখা আছে, তার সবই এই একটা ছেলের মধ্যে আছে।

হাস্‌সান ইবনু মুয়াইকীব বলল, 'এই লোকটা চিনে নিয়েছে নিজের রবের পথ...।'

ওই মেয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার কথাগুলো শুনেছিল আর অন্তরে গেঁথে

নিয়েছিল। তখনই সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল—যেভাবেই হোক, এই ছেলেকে বাগে আনতে হবে। এই শিকার তার চাই-ই চাই...।

মেয়েটার বসার ঘরে ঢুকলেই উন্নত রুচির ছাপ পাওয়া যায়। ঘরের মেঝেটা সুনিপুণ কারুকার্যমণ্ডিত কার্পেটে আবৃত। জানালাগুলোতে ঝুলছিল সবুজ রঙের পর্দা, যা থেকে বের হয়ে এসেছে উজ্জ্বল হলুদ রঙের দড়ি। ঘরটাকে আলোকিত করে রেখেছিল ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা নানা রঙের বাতিগুলো। ঘরের প্রান্তে থাকা আম্বরদানিগুলো থেকে পাওয়া যাচ্ছিল মিস্‌কের মন-মাতানো সুঘ্রাণ।

মেয়েটি তার মাথা কিছুটা হেলিয়ে হাবীব ইবনু মাসঊদকে জিজ্ঞাসা করল, সে কি বিবাহিত?

আবূ মাহমূদ তাদের মধ্যে সবচেয়ে রসিক ছেলে। তুর্কি-সহ আরও কয়েকটি ভাষায় বেশ দক্ষ। সে শার্লম্যানের দেশ ঘুরে এসেছে। সেখানকার অভিজ্ঞতার আকর্ষণীয় বর্ণনা দিয়ে সে সব সময় মাতিয়ে রাখত আসরটাকে।

আবূ মাহমূদ বুঝতে পারল মেয়ের মনের কথা। সে হাসতে হাসতে বলল, 'বৃথা স্বপ্ন দেখা বাদ দাও, বুঝলে? ইয়াসারের দিকে যাওয়ার কোনো রাস্তাই নেই তোমার। ভুলে যাও আর নিজ কাজে মন দাও।'

মেয়েটা চ্যালেঞ্জ লুফে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে বলল, 'তুমি দেখে রাখো... ।'

বলেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল। তারপর আনমনে কী যেন ভেবে আবার বলল, 'আমি যদি তাকে এখানে আনতে পারি, তা হলে?'

আবূ মাহমূদ হাসতে হাসতে দাঁড়িয়ে গেল। সে এক হাজার দীনার বের করে তা টেবিলে ছুড়ে দিয়ে সাহস যোগানোর জন্য বলল, 'যদি তুমি পারো, তা হলে এই সব দীনার তোমার।'

এসব দেখে আর চুপ থাকতে পারল না হাবীব ইবনু মাসঊদ। সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; আর এই লোকটাকে তার জগতেই থাকতে দাও।'

আবূ মাহমূদ তার কথায় কোনো পাত্তা না দিয়ে হাসতে হাসতে বলতে লাগল, 'সে এখানে আসবে.. আমি নিজ হাতে তাকে মদ পান করাব।'

মেয়েটা অন্যমনস্কভাবে তার কানের মুক্তার দুলটা স্পর্শ করল। তারপর ডাক দিলো তার এক দাসকে। হাজির হলো কৃষ্ণকায় এক দাস। দাসের হাতে গুজে দিলো এক

টুকরো কাগজ। কিছু একটা সে কাগজে লিখে সাবধানে তা ভাজ করে ঢুকাল সুগন্ধি-রুমালে। তারপর সাঈদ ইবনু মানসুরকে লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়াসারকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?'

সে হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, 'তাকে দেখলাম এশার সালাত আদায় করে কাজি সাহেবের বাড়িতে গিয়েছে।'

হাবীব ইবনু মাসঊদ এ পর্যায়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত থেকে চিরকুট কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, তুমি এ কাজ কোরো না।'

কিন্তু মেয়েটা বাম হাত দিয়ে হাবীবের হাত সরিয়ে দিলো। তারপর তার দাসের কানে কিছু কথা বলে তাকে ওই চিরকুট দিলো। সে বের হওয়ার আগে হাবীব ইবনু মাসঊদ চিৎকার করে বলল, 'মনে রেখো, ইয়াসারের কাছে পৌঁছতে হলে সাতটা দরজা পার হতে হবে। আর প্রতিটা দরজায় একটি একটি করে মোট সাতটি লোহার তালা লাগানো আছে।'

এক ঘণ্টার মধ্যেই সেই দাস ফিরে এসেছিল। দাসের মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। সে কোনো কথা না বলে শুধু হাত থেকে চিরকুটটা মেয়েকে দিলো। মেয়ে চিরকুটটাতে একবার নজর বুলিয়েই তার সাদা পোশাক ও ঘন কালো চুল ঠিক করতে করতে লাফিয়ে উঠে বলল, 'এই তো, প্রথম তালা খুলে গেছে!'

বিস্ময়ে হাবীবের মুখটা হা হয়ে গেল। সাঈদ ইবনু মানসুর তো বিশ্বাসই করতে পারল না তার দুই কানকে। হাস্‌সান এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়েই রইল। তবে কেবল আবূ মাহমূদ হাত তালি দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আমি বলেছি না! নিজ হাতে তাকে মদ পান করাব।'

মেয়েটা প্রজাপতির মতো ঘরের ভেতর চক্কর দিয়ে বলতে লাগল, 'এই তো প্রথম তালা খুলে গেছে। তোমরা সবাই দেখো।'

সে চিরকুটটা টেবিলের ওপর রাখল। উপস্থিত সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল এর ভেতরের লেখা পড়ার জন্য।

বিস্ময়কর চাবি

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক মাউসিলি বলে চললেন,

সর্বপ্রথম ওই চিরকুটটা হাতে নিল আবূ মাহমূদ। চিরকুটটি হাতে নিয়ে সে হাবীব ইবনু মাসঊদের দিকে ইঙ্গিত করে হাসতে হাসতে বলল, 'কী দেখলে! তোমার বন্ধু ঠিকই ফাঁদে পা দিয়েছে।'

কিন্তু সে ওই চিরকুট পড়ার আগেই মেয়ে তার হাত থেকে চিরকুটটা কেড়ে নিয়ে দাস ইরবীদকে ধরে নিজ রুমে ঢুকে গেল।

মেয়ে তার দাসকে বলল, 'ইরবীদ, তুমি যা-কিছু দেখেছ, তার সবই খুলে বলো।'

ইরবীদ তার দিকে তাকাল। দৃষ্টি ভাবলেশহীন। তার চেহারার ভঙ্গি পরিবর্তিত। এদিকে মেয়েটা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তার কথা শোনার জন্য। মেয়েটা তাকে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'ইরবীদ, কী হলো তোমার? কথা বলছ না কেন?'

ইরবীদ তার মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'আপনি কি আসলেই এটা করতে চান?'

খুব আগ্রহের সাথে মেয়েটা জবাব দিলো, 'এক হাজার দীনার পাব ইরবীদ। এ-ক হা-জা-র!'

ইরবীদ মাথা ঝাঁকিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, আমার মনে হয় না আপনি শুধু দীনারের লোভে এটা করছেন।'

মেয়ে ভ্রু কুঁচকে তার সুন্দর চাহনি ইরবীদের চেহারায় নিবদ্ধ করে বলল, 'তোমার

কী মনে হয় ইরবীদ?'

ইবরীদ এক ধাপ পিছিয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বাতির আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তার চেহারার রঙ। সে হাত দিয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'জানি না, কিন্তু...'

মেয়েটা তার পা দিয়ে সজোরে আঘাত করল মাটিতে। উন্মত্ত ক্রোধে তখন লাল হয়ে গেছে তার দুই গাল। সে বলে উঠল, 'কিন্তু কী?'

ইরবীদ শান্ত গলায় জবাব দিলো, 'ইয়াসারের কাছে পৌঁছনোর থেকে চাঁদের কাছে এক হাজার বার পৌঁছনো উত্তম। মনে রাখবেন, আমি এই দুই চোখ দিয়ে তার মতো দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি আর দেখিনি। এদিকেও না, ওদিকেও না।'

এ কথা বলে সে পূর্বদিকে হাত দিয়ে ইশারা করল। পূর্বদিকে ফিরে সে দিকেই মূর্তির মতো চেয়ে রইল। মেয়েটি নিচু করে ফেলল তার মাথা। তার চেহারার রঙ পাল্টে গেছে । খুব কষ্ট করে কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, 'আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি ইরবীদ। সেই দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়ো না।'

এরপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমাদের টাকাপয়সার খুব দরকার।'

ইরবীদ তার হাত নামিয়ে দাঁড়াল আগের মতো। সে অনুভব করল, মনিবের কথা তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। মেয়েটিও মুচকি হাসি দিয়ে তার দিকে তাকাল কোমল দৃষ্টিতে। বাতির আলোতে জ্বলজ্বল করতে লাগল তার দুই চোখ। কোমল ও নম্র গলায় শান্ত স্বরে সে বলল, 'এখন তা হলে বলো ইরবীদ। সবকিছু খুলে বলো। যা-কিছু দেখেছ আর যা-কিছু শুনেছ—কিছুই বাদ দেবে না।'

ইরবীদ বলতে শুরু করল, 'আমি ওখানে গিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ-এর খাদেম নাযিল আর-রূমীকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখলাম। তাকে থামিয়ে বললাম, আমি একাকী ইয়াসারের সাথে দেখা করতে চাই। সে আমাকে মূল কক্ষের পাশে এক কক্ষে নিয়ে অপেক্ষায় রাখল। একটু পরেই ইয়াসার এল। ইয়াসার মধ্যম গড়নের, চেহারাটা গোলাপি বর্ণের, মুখ থেকে যেন নূরের ঝলকানি ঠিকরে পড়ছে। শরীরটা চিকন তবে ভীতি সৃষ্টি করে। তার দিকে তাকালে আলাদা করে সম্মান করতে ইচ্ছা হয়। আমি শপথ করে বলছি, আজ রাতের মতো বেশি আফসোস আর কোনো রাতে করিনি। আমি এজন্য আফসোস করেছি যে, এই নিকৃষ্ট কাজে আমি পা বাড়িয়েছি আর এমন লোকের দিকে অগ্রসর হয়েছি—যার দেহ দুনিয়ায় কিন্তু প্রাণ আখিরাতে বসবাস করে। আপনি যেমনটা মনে করেছেন, সে সেরকম না। তার মতো মানুষ আমার দুই